দৈনিক ইত্তেফাক

7-7

তারিখ 0 6 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নীতি আর কত দিনে

।। মোহাম্মদ শাহজাহান ।।

বিগত চার দশকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত দশটি শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পরও একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-নীতি গ্রহণ এখনও অনিশ্চিত।

সর্বশেষ এক বছর আগে প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। তবে ইতি পূর্বেকার পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট ও প্রফেসর মফিজ কমিশন রিপোর্ট এবং অন্য কয়েকটি কমিশন কমিটির রিপোর্টের কিছু কিছু সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার নকল প্রবণতা রোধে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুনর্গঠন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা নীতি

(১ম পৃঃ পর)

প্রফেসর মফিজ কমিশন সুপারিশমালা কার্যকরকরণের জন্য একটি 'বাস্তবায়ন সেল' গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হইল, বিভিন্ন বিভাগঃ শিক্ষা সংস্কারের কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নে সরাসরি উদ্যোগ নিবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর এমিরিটাস প্রবীণ রসায়নবিদ প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এবং শিক্ষাবিদদের সমবায়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন গত বছর ২৯শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট পেশ করে। গত জুনের পূর্বেই রিপোর্টটি বাজারমূল্য নির্ধারণসহ বই আকারে পাঁচ শতাধিক কপি মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত রিপোর্টগ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারে বিক্রির কথা শোনা গিয়াছিল। এমন কি এই সুপারিশমালা লইয়া জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনরায় একটি জনমত যাচাই সমাপনান্তে শিক্ষা-সংস্কারের একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা উর্ধ্বতন মহল হইতে কোথাও কোথাও আভাস দেওয়া হইয়াছিল।

অতীতের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান আমল হইতে বর্তমান আমলের শুরুতে 'শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান শিক্ষানীতির' বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরুর ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে সরকারের মধ্যে কোন একটি কমিশনের সুপারিশমালাকে এককভাবে শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা কাজ করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য আগের সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলির মধ্যে ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া উঠার মত যে সকল বিতর্কিত বিষয়াবলী স্থান পাইয়াছিল, প্রফেসর মফিজ কমিশন সেইদিক হইতে ভিন্নতর এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের পুনর্মূল্যায়নভিত্তিক ও ছাত্রসমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার উপাদান উহাতে যথেষ্ট রহিয়াছে বলিয়া অনেকে ধারণা করেন।

তারিখ 0 6 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কয়েকদিন আগে এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ইত্তেফাককে জানান, প্রফেসর মফিজ কমিশন রিপোর্ট সরকার 'বাস্তবায়নযোগ্য' বলিয়া মনে করেন। ইতিমধ্যে এই সুপারিশমালার ভিত্তিতে কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। বিশেষ করিয়া নকল প্রবণতা রোধে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচীভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক সময় নিরূপণ এবং সংশ্লিষ্ট বেশকিছু আইনের সংশোধন করিতে হইবে, তাহাছাড়া রহিয়াছে ব্যাপকসম্পদ বিনিয়োগ ও ছাত্রসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন। এইগুলি বিবেচনায় রাখিয়া আগানো হইতেছে।

১৯৪৯ সালের ১৬ই মার্চ তৎকালীন সরকার প্রবীণ রাজনীতিক-সাংবাদিক মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁকে প্রেসিডেন্ট করিয়া ১৭ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ববঙ্গ শিক্ষা পদ্ধতি পুনর্গঠন কমিটি (ইষ্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিষ্টেম রিকনষ্ট্রাকশন কমিটি) গঠন করে। ১৯৫১ সালের ২৯শে জুন এই কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট শিক্ষা সচিবের নিকট পেশ করে এই রিপোর্টের সুপারিশমালা দ্বারা মওলানা আকরম খাঁ কমিটি একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রত্যাশী ছিল। ইহার পর ঐ বছরই একই শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশমালাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

অতঃপর ১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করিয়া সাত সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কার কমিশন (এডুকেশনাল রিফরমস্ কমিশন) গঠন করা হয়। সেই কমিশনও যথারীতি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিয়াছিল।

১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এস, এম, শরীফকে চেয়ারম্যান করিয়া ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনও সরকারের নিকট যথারীতি সুপারিশমালা পেশ করে। উহা বই আকারে মুদ্রিত হয়। এই রিপোর্টের কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে 'গণবিরোধী' অভিযোগ তুলিয়া ষাট দশকের শুরুতে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সংক্রান্ত কমিশন (কমিশন অন ষ্টুডেন্টস প্রব্লেমস্ অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার) গঠন করা হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আবার ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এক রিপোর্ট বাস্তবায়নে সরকার আর অগ্রসর হন নাই।

১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল এম, নুর খানের নেতৃত্বে নূতন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন রিপোর্ট পেশের পরও ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। উহার মধ্যে 'গণবিরোধী' সুপারিশমালা থাকার অভিযোগ তোলা হয়।

বাংলাদেশের জন্মলাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। লক্ষ্য ছিল নূতন দেশের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি। ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ডঃ কুদরাত-ই-খুদা এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট একটি বাস্তবায়ন সেল গঠনে ৬ লক্ষ টাকা ও দুই মাস সময় চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারের উর্ধ্বতন মহল ইহাতে আপত্তি তোলেন। ডঃ খুদা এক সাক্ষাৎকারে স্বয়ং এই তথ্য এই রিপোর্টারকে জানাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সরকারের পরিবর্তনের ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে ডঃ খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। কিন্তু রিপোর্ট বাস্তবায়নে গড়িমসি শুরু হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সত্তরটি বৈঠক হইলেও বাস্তবায়নে সাফল্য আসে নাই।

১৯৭৮ সালের আগষ্টে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ কাজ শুরু করে নূতন শিক্ষানীতির জন্য। কাজী জাফরের পদত্যাগের পর শিক্ষা-প্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেনের নেতৃত্বে পরিষদ কাজ চালায় এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। উহাও মুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

বর্তমান সরকারের আমলের শুরুতে শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মজিদ খানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে। বস্তুতঃ এইগুলি ছিল সংস্কারমূলক কর্মসূচী। ইহা লইয়া 'গণবিরোধী' অভিযোগে ছাত্র আন্দোলন শুরু হইলে এক পর্যায়ে উহাও পরিত্যক্ত হয়।